তারিখ 16 JAN 2018
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক

এবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে গতকালও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনশন করেন শিক্ষকরা • আল আমিন লিয়ন

অনাহারে অর্ধাহারে থাকা শিক্ষকরা মর্যাদা চান

এম এইচ রবিন •

'বাড়ি তো নয় পাখির বাসা, ভেন্না পাতার ছানি, একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি। পেটটি ভরে পায় না খেতে, বুকের ক-খান হাড়, সাক্ষী দিছে অনাহারে কদিন গেছে তার'– পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের 'আসমানী' কবিতার সঙ্গে অনেকটা মিলে গেছে এবতেদায়ি শিক্ষকদের জীবন।

গতকাল আমরণ অনশনের সাত দিনে কথা হয় আসমানীর (ছদ্মনাম) সঙ্গে। ভোলার চরফ্যাশনের উত্তর মাদরাজ অলিউদ্দিন এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষক। বর্তমানে দুই সন্তানের জননী। বিনাবেতনের চাকরি। স্বামীর সামান্য আয়ে চলছে না সংসার। লেখাপড়ার জন্য বড় ছেলেকে পাঠানো হয়েছে মামাবাড়ি। মাত্র আট বছরের ছোট ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে ভাঙা টিনের ঘরে বাস আসমানীর। অর্ধাহার আর অনাহারের সংসারের ঘানি টানতে টানতে নিরুপায় তিনি। তাই সব সংকোচ-দ্বিধা ত্যাগ করে কর্মের স্বীকৃতির জন্য রাষ্ট্রের কাছে হাত পেতে বসেছেন রাস্তায়।

৭ দিনে গড়াল অনশন

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকদের আমরণ অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া আসমানীর সঙ্গে কথা হয় গতকাল দুপুরে। কষ্টের কথা অন্যকে বলতে গিয়ে অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করেও পারছেন না তিনি। আসমানী বলেন, বেতন হচ্ছে, হবে। চাকরির স্বীকৃতি পাচ্ছি, পাব– এমন ভাবনায় বছর যেতে যেতে আজ যুগ পেরিয়েছে। পাইনি চাকরির স্বীকৃতি। জোটে না কাজের পারিশ্রমিক। এক সময়ে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়িয়ে কোনো রকম চলত সংসার। এখন তাও নেই। কারণ ওই মাদ্রাসাটিতে সরকার উপবৃত্তি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। উপবৃত্তির টাকা দিয়েই শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট পড়ত। মফস্বলের দরিদ্র অভিভাবকদের সামর্থ্য আর কতটুকু! তিনি বলেন, স্বামীর কৃষি মজুরের টাকায় সংসারে নুন আনতে পানতা ফুরায়। শিক্ষক হয়েও বড় ছেলের পড়ার খরচ জোগাতে পারি না। পাঠিয়ে দিয়েছি বাবার বাড়ি। ঘরটিও ভাঙা। পুরনো টিন দিয়ে একটি ঘর করেছিলাম। এখন অনেকটা থাকার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তবু কোনো রকম দিনাতিপাত করছি। লজ্জা-শরমের চিন্তা না করে চলে এসেছি অনশন করতে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আকুল আবেদন, আমাদের

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

অনাহারে অর্ধাহারে থাকা শিক্ষকরা মর্যাদা চান

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি দেন। আমরাও সমাজের অন্যদের মতোই কর্মের মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই।

অনশনকারী আরেক শিক্ষক মো. জিয়াউল হক জানান, ১৯৮৪ সালে তিনি যোগ দেন বরিশালের হিজলা উপজেলার পশ্চিম দাইয়া এবতেদায়ি মাদ্রাসায়। কেটে গেছে ৩৩ বছর। নদীভাঙনে নিজেদের কৃষিজমি আর বাড়িঘর হারিয়ে এখন নিঃস্ব। প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ হবে। বেতন হবে। অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে জীবনের মূল্যবান সময় এবং শক্তি সবই ব্যয় হয়েছে মাদ্রাসায়। তিনি বলেন, আমাদের খোঁজ কেউ নেয় না। আমাদের মাদ্রাসার এবতেদায়ি শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করছে। সরকার সেটির সুফল পাচ্ছে। বঞ্চিত শুধু আমরা। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ আছে, শিক্ষকরা বিনা বেতনে চাকরি করেন? এমন আক্ষেপ হাজার-হাজার এবতেদায়ি শিক্ষকের।

অনশনকারী শিক্ষকদের ভাষ্য– দেশে ছয় হাজার ৮৪৮ স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা রয়েছে, যেগুলোর রয়েছে বোর্ডের নিবন্ধন। এর বাইরে আরও চার হাজার প্রতিষ্ঠান আছে। এসব মাদ্রাসা থেকে প্রতিবছর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে হাজার হাজার শিশু। ১৯৯৪ সালে একটি পরিপত্রে রেজিস্টার বেসরকারি প্রাইমারি ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরে বিগত সরকারের সময় ধাপে ধাপে বেতন উন্নতি হয় শুধু প্রাইমারি স্কুলে। এর পর ২০১৩ সালে ৯ জানুয়ারি মহাজোট সরকার ২৬ হাজার ৯৩টি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল জাতীয়করণ করে। কিন্তু স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা জাতীয়করণ দূরের কথা, সবার ৫০০ টাকার বেতনও নিশ্চিত হয়নি। যারা ওই ৫০০ টাকা পেতেন, সরকার ২০১৩ সাল থেকে ফের তাদের জন্য আরও ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করে এক হাজার টাকা বেতন দিচ্ছে। এক হাজার টাকা পাওয়া শিক্ষকদের সংখ্যা সারা দেশে মাত্র ছয় হাজার ৭৬ জন।

এদিকে গতকাল মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী কেরামত আলীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও শিক্ষকদের দাবির বিষয়ে কোনো সুরাহ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে শিক্ষকদের জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন প্রতিমন্ত্রী।

গত ৯ জানুয়ারি শুরু হওয়া লাগাতার অমরণ অনশন কর্মসূচি গতকাল সপ্তম দিনে গড়িয়েছে। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, জাতীয়করণের সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন।

এ বিষয়ে এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি কাজী রুহুল আমিন চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করলেও এবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর প্রতি অনেকটা সরকারের বেখেয়ালি মনোভাব। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, শীত আর রাস্তার ধুলোয় প্রতিদিন বাড়ছে অসুস্থ শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা। এ পর্যন্ত ১৬৫ শিক্ষক অসুস্থ হয়েছেন। সারা দেশ থেকে আসা কয়েক হাজার শিক্ষক এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বাংলাদেশ স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির ব্যানারে গত ১-৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা। ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় আমরণ অনশন।